দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 NOV 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

204

জনমত

সরকারী স্কুলের অবস্থা

ব্রিটিশ আমলে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রতি জেলায় একটি করে সরকারী স্কুল স্থাপিত হয়। এ জেলা স্কুলগুলোর ভাবমূর্তি ছিল অনন্য। দেশের মডেল হিসাবে গণ্য হতো। পাকিস্তানী আমলেও তার সে ঐতিহ্য অনেকখানি অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা ক্ষীয়মাণ। উদারনীতিতে বেসরকারী স্কুল জাতীয়করণের ফলে ক্রমবর্ধমান সরকারী স্কুলের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ২৫৫টিতে। এসব স্কুলের নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে।

শ্রেণী সংখ্যার সাথে সঙ্গতিহীন সীমিত সংখ্যক শিক্ষকের পক্ষে তাদের শিক্ষাদান দূরের কথা, সামলে রাখাও শক্ত। সবচেয়ে দুঃখজনক সংবাদ, দেশের ৫৬টি সরকারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা, ১২২টি স্কুলে সহকারী প্রধান আবার কোন কোন স্কুলে প্রধান ও সহকারী প্রধান উভয়পদই দীর্ঘকাল ধরে শূন্য। দেশে প্রায় পাঁচশ সহকারী শিক্ষকের পদও নাকি শূন্য আছে। বর্তমানে স্কুলগুলোর হাল যে কী করুণ এ থেকে তা অনুমেয়। পক্ষান্তরে বেসরকারী স্কুল অতি সহজে সঙ্গে সঙ্গেই শূন্য পদ পূরণ করে নিতে পারে। স্বাভাবিক কাজের ধারা তেমন ব্যাহত হয় না। কিন্তু সরকারী স্কুলগুলো এ ব্যাপারে বড় অসহায়।

ব্রিটিশ আমলে যতদূর মনে পড়ে ছ মাস একটি পদ শূন্য থাকলে পরবর্তীতে উক্ত পদে কর্মচারী নিয়োগের জন্য যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হতো। পদটির প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে প্রচুর প্রমাণ পেশ করতে হতো। সরকার পক্ষের যুক্তি, ছমাস যখন পদটি শূন্য রেখে কাজ চলতে পারলো তখন ঐ পদটি অপরিহার্য নয়।

বর্তমানে সে অবস্থা নেই।

তাই এসব স্কুল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা জরুরী।

—খান মুহম্মদ সালেক
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল,
ঢাকা।